তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

103

গতকালের গোলাগুলিতে আহত হয়ে যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তারা হচ্ছে-আরিফ, লিটন, আনোয়ার, হিরুমিয়া, বলয়, হারুনর রশিদ, ইমান আলী, সুমনমিয়া, অলক, রুনো, সুমনদাশ, শেখরসেন, রাজেশ্বর ও ইউসুফ।

বুধবার রাত সাড়ে আটটার দিকে পুলিশ কলেজ এলাকায় অবস্থান নেয়ার পর নতুন করে সংঘর্ষ না বাধলেও কলেজসহ গোটা এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। নতুন করে পুনরায় সংঘর্ষ বাধার আশংকায় এলাকাবাসী শংকিত।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা ঘটনার নিন্দা করে সংঘর্ষের জন্য ছাত্রলীগ কর্মী ও বহিরাগত মাস্তানদের দায়ী করেছে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ছাত্রলীগ কর্মীরা গতকাল এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে। তারা ছাত্রদলের কর্মীদের ওপর শত শত রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। এতে ছাত্রদলের অনেক কর্মী আহত হয়। ছাত্রলীগ কর্মীদের গুলিতে একজন টোকাইসহ তিনজন বহিরাগত নিহত হয় বলেও

গোলাগুলি : আহত ৫০

বিজ্ঞপ্তিতে দাবী করা হয়। তবে পুলিশ সূত্রে এই তথ্যের কোন স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা এক বিবৃতিতে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে অব্যাহত সংঘর্ষে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছে। বিবৃতিতে সংঘর্ষের সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার নিন্দা করা হয়।

ইসলামী ছাত্র সেনার সভাপতি সওম আবদুস সামাদ ও সাধারণ সম্পাদক মোসাহেব উদ্দীন বখতিয়ার এক বিবৃতিতে জগন্নাথ কলেজে গোলাগুলিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গণতন্ত্রের চর্চা ও সন্ত্রাস পাশাপাশি চলতে পারে না। বিবৃতিতে তারা সন্ত্রাসীদের দমনে কঠোর হওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

ছাত্রলীগ (শা-অ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা এক বিবৃতিতে জগন্নাথ কলেজের ঘটনার জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে দায়ী করেছে। বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে ছাত্রদল বহিরাগত অস্ত্রধারীদের নিয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে কলেজে হামলা চালায় এবং গতকাল সারাদিন কলেজে গুলিবর্ষণ ও বোমাবাজি করে। বিবৃতিতে ঘটনার সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবী জানানো হয়। ছাত্রলীগ (সা-সা) এক বিবৃতিতে জগন্নাথ কলেজে সন্ত্রাস ও হতাহতের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের নীরবতা সবাইকে হতাশ করেছে।